উইল্ট রোগের কারণঃ ব্যাকটেরিয়া/ছত্রাক/নিমাটোড

দমন ব্যবস্থাপনাঃ

- রোগ প্রতিরোধক জাত (যেমনঃ বেগুনের জন্য বারি বেগুন-৮ ও বারি বেগুন -১০ এবং টমেটোর জন্য বারি টমেটো-৮, বারি টমেটো-১০ ও বারি টমেটো-১৭) লাগানো এবং আক্রান্ত গাছ তুলে ফেলা।
- আক্রান্ত জমিতে পরিমিত পরিমানে সেচ দেয়া এবং পানি নিষ্কাশনের সুব্যবস্থা থাকা।
- চারা রোপনের ২১ দিন পূর্বে জমিতে আধা পঁচা মুরগির বিষ্ঠা প্রতি হেক্টরে ৫ টন হারে প্রয়োগ করা/ চারা লাগানোর ২ সপ্তাহ আগে সরিষার খৈল প্রতি হেক্টর জমিতে ৫০০ কেজি হারে প্রয়োগ করা ও মাটির সাথে ভালভাবে মিশিয়ে দেয়া।
- ফুরাডান ৫ জি প্রতি হেক্টর জমিতে ২৫ কেজি হারে প্রয়োগ করা/ প্রতি হেক্টর জমিতে ব্লিচিং পাউডার ২০ কেজি হারে প্রয়োগ করা ।
- জমিতে শস্য পর্যায়ে (সরিষা, বাদাম, ভুট্টা, ধান, পাট ইত্যাদি) অবলম্বন করা ।
- মাঠে লাগানোর পর রোগ দেখা দিলে ছত্রাকজনিত ঢলে পড়ার জন্য কার্বেন্ডাজিম গ্রুপের ছত্রাকনাশক যেমনঃ অটোস্টিন/নোইন (২ গ্রাম/লিটার) ৩-৪ বার ১০ দিন অন্তর অন্তর প্রয়োগ করা।

(ড. সেলিনা পারভিন বানু)
মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও বিভাগীয় প্রধান

বেগুন পরিবারে ফসলে ঢলে পড়া সমস্যার কৃষিতাত্ত্বি সমাধান

মাটিতে অধিক আর্দ্রতা অথবা প্রচন্ড খরার কারণে বেগুন পরিবারের ফসলে ঢলে পড়া লক্ষণ দেখা দিতে পারে। সাধারণত: মধ্যম নিম্নভূমিতে-এঁটেল মাটিতে যেখানে পানি নিষ্কাশনের সুবিধা কম সেখানে বেগুন পরিবারের ফসলে ঢলে পড়া লক্ষণ সহজে প্রকাশ পায়। নিম্নরুপ কৃষিতাত্ত্বিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে বেগুন ফসলের ঢলে পড়া প্রতিকার করা যায়।

১। উঁচু বেডে বেগুন পরিবারের ফসল আবাদ করতে হবে। দুই বেডের মাঝে নালা করে পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করতে হবে।

২। নিচু জমি বা মধ্যম নিচু জমি পরিহার করে উঁচু বেলে দো-আঁশ মাটিতে ফসল আবাদ করতে হবে।

৩। দুই থেকে তিন বছর পর জমিতে বেগুন পরিবারের ফসল ছাড়া অন্য ফসল আবাদ করতে হবে।

৪। জমিতে তিন টন/হে: জৈব পদার্থ বা পঁচা মুরগির বিষ্ঠা প্রয়োগ করতে হবে।

৫। বেগুন ফসলের ক্ষেত্রে ঢলে পড়া সহিষ্ণু জাত যেমন: বারি বেগুন-৮ চাষ করা যেতে পারে।